

দাদা ভগবান কথিত

# মানব ধর্ম



আমার নিজের যে সমস্ত কারণে দুঃখ হয় , সেই সব কারণে আমি যেন কাউকে দুঃখ না দিই

দাদা ভগবান কথিত

# মানব ধর্ম

সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমিন

অনুবাদ : মহাআগণ

প্রকাশক : শ্রী অজিত সি. প্যাটেল  
দাদা ভগবান আরাধনা ট্রাস্ট  
দাদা দর্শন, ৫, মরতাপাক সোসাইটি,  
নবগুজরাট কলেজের পিছনে  
উসমানপুরা, আহমেদাবাদ - ૩૮૦૦૧૪  
ফোন : (০৭৯) ૩૯૮૩૦૧૦૦  
E-mail : info@dadabhagwan.org

কপিরাইট : All Rights reserved - Deepakbhai Desai  
Trimandir, Simandhar City,  
Ahmedabad-Kalol Highway,  
Adalaj, Dist: Gandhinagar-382421,  
Gujarat, India.

*No part of this book may be used or reproduced in  
any manner whatsoever without written permission  
from the holder of this copyrights.*

ভাবমূল্য : ‘পরম বিনয়’ আৱ  
‘আমি কিছু জানিনা’ এই জাগৃতি

দ্রব্যমূল্য : ১৫ টাকা

প্রথম মুদ্রণ : 1<sup>st</sup>, November 2018

মুদ্রণ সংখ্যা : ১০০০

মুদ্রক : B-99, Electronics G.I.D.C  
K-6 Road, Sector 25  
Gandhinagar – 382044  
E-mail : info@ambaoffset.com  
Website : www.ambaoffset.com

ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০৩৪১ / ৮২

## ତ୍ରି-ମତ୍ତ୍ଵ



ନମୋ ଅରିହତାନମ୍  
ନମୋ ସିଦ୍ଧାନମ୍  
ନମୋ ଆୟାରିଯାନମ୍  
ନମୋ ଉବଜ୍ଞାଯାନମ୍  
ନମୋ ଲୋଯେ ସରବସାହୁନମ୍  
ଏୟାସୋ ପଥ୍ର ନମୁକ୍ତାରୋ :  
    ସରବ ପାବପ୍ଲାନାଶନୋ  
    ମନ୍ଦଳାନମ୍ ଚ ସବେସିମ୍ ;  
    ପାତ୍ରମମ୍ ହବଇ ମନ୍ଦଳମ୍ ।  
ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ୨  
ଓଁ ନମ୍ବଃ ଶିବାୟ ୩  
ଜୟ ସାଚିଦାନନ୍ଦ



## আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিঙ্ক

‘আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। তারপরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই ? পরের লোকেদের রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না ?

— দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রাম-শহরে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমৃক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবন্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরঞ্জন অমিন (নীরঞ্জন) -কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহত্যাগের পর নীরঞ্জন একইভাবে মুমৃক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন। দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরঞ্জন-র উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমৃক্ষুদের আত্মজ্ঞান করাতেন যা নীরঞ্জন-র দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমৃক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব নিয়ে থাকেন।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী প্রমাণিত হবে, কিন্তু মোক্ষলাভ -এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য। অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্ঞলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্ঞলিত করতে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগ্রূ হতে পারে।

## নিবেদন

আত্মবিজ্ঞানী শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল যাঁকে লোকে ‘দাদা ভগবান’ নামেও জানে তাঁর শ্রীমুখ থেকে আধ্যাত্ম এবং ব্যবহার জ্ঞান সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বাণী নির্গত হয়েছিল তা রেকর্ড করে সংকলন এবং সম্পাদনা করে পুষ্টকরূপে প্রকাশ করা হচ্ছে। দাদাশ্রী যা কিছু বলেছিলেন, তা চরোতরী গ্রামীণ গুজরাতী ভাষায় বলেছিলেন। তাকে বাংলাভাষী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের কাছে পৌঁছানোর এটা যথাসম্ভব যথাশক্তি নৈমিত্তিক প্রয়াসমাত্র।

এই পুষ্টকে মানব ধর্ম—এর সঠিক পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। তার সাথে (জীবের) চার গতি আর তার থেকেও আগে মোক্ষ কিভাবে পাওয়া যায়, তার সুন্দর বর্ণনা পরমপূজ্যদাদাশ্রী দিয়েছেন। লোকেরা যাকে মানবধর্ম বলে মানে আর বাস্তবিক মানবধর্ম কি, তা যথার্থরূপে বোঝানো হয়েছে।

“জ্ঞানী পুরুষ”—এর যে শব্দ তা ভাষার দৃষ্টিতে সহজ—সরল, কিন্তু “জ্ঞানীপুরুষ”—এর দৃষ্টি নিরাবৃত থাকে, সেইজন্যে ওনার প্রত্যেকটি শব্দ আশয়পূর্ণ (উদ্দেশ্যপূর্ণ), মর্মস্পর্শী, মৌলিক আর যার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে তার ভিউপয়েন্ট (দৃষ্টিভঙ্গী) যথার্থরূপে বুঝে নির্গত হয়। সেইজন্যে তা শ্রোতার দর্শনকে সুস্পষ্ট করে এবং আরও উচ্চতায় নিয়ে যায়।

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থরূপে অনুবাদ করার প্রয়োগ করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞান—এর সঠিক আধাৱ, যেমনকার তেমন, আপনি গুজরাতী ভাষাতেই অবগত হতে পারবেন। যাঁকে জ্ঞানের গভীরে যেতে হবে, তিনি এই উদ্দেশ্যে গুজরাতী ভাষা শিখে নিন, এই আমাদের অনুরোধ।

এই পুষ্টকের কয়েকটি স্থানে বন্ধনীতে দেওয়া শব্দ বা বাক্য পরমপূজ্য দাদাশ্রী দ্বারা কথিত বাক্য অধিক স্পষ্টতাপূর্বক বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে। অন্য কয়েকটি স্থানে ইংরেজী শব্দের বাংলা অর্থ দেওয়া হয়েছে। দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে নির্গত কিছু গুজরাতী শব্দ যেমনকার তেমনই রাখা হয়েছে কারণ এই সমস্ত শব্দের এমন কোন বাংলা প্রতিশব্দ নেই, যা তার সম্পূর্ণ অর্থ বোঝাতে পারে। তা সত্ত্বেও এই সকল শব্দের সমার্থক শব্দ অর্থরূপে দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদসম্পর্কিত ভুল-ক্রটির জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

## সম্পাদকীয়

মনুষ্য জীবন যাপন তো সবাই করছে। জন্মালো, পড়াশুনো করলো, চাকরি করলো, বিবাহ করলো, পিতা হলো, পিতামহ হলো আর তারপরে মৃত্যু এলো। জীবনের পরিণতি কি এটাই ? এইরকম জীবনযাপনের অর্থ কি ? কেন জন্ম নিতে হয় ? জীবনে কি প্রাপ্তি করতে হয় ? মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি হয়েছে, সেইজন্যে নিজে মানব-ধর্ম পালন করা উচিত। জীবন ধন্য হল তখনই বলা যায় যখন মানবতা পূর্ণ থাকে।

মানবতার পরিভাষা নিজেকেই তৈরী করতে হয়। যদি কেউ আমাকে দুঃখ দেয় তাহলে আমার ভাল লাগে না। সেইজন্য আমারও কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। এই সিদ্ধান্ত জীবনের প্রত্যেক ব্যবহারে যার ফিট (ক্রিয়াকারী) হয়ে গেছে, তার মধ্যে সম্পূর্ণ মানবতা এসে গেছে।

মনুষ্যজন্ম তো চার গতির জংশন (কেন্দ্রস্থল)। এখানথেকে চার গতিতে যাওয়ার অনুমতি আছে। কিন্তু যেরকম কারণ (কর্ম) করা হয়, সেইরকম গতিতে যেতে হয়। মানবধর্মে থাকলে আবার মনুষ্যজন্ম হবে। আর মানবধর্ম থেকে বিচ্ছুত হলে জানোয়ার গতি পাবে। মানবধর্মের চেয়েও উঁচু সুপার হিউম্যান (দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষ) – এর ধর্ম পালন করলে আর সারা জীবন পরোপকারে ব্যতীত করলে দেবগতিতে জন্ম হয়। আর যদি মনুষ্য জীবনে আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মধর্ম প্রাপ্তি করা যায় তো অন্তে মোক্ষগতি–পরমপদ প্রাপ্তি করা যায়।

পরমপূজ্য দাদাশ্রী তো মানুষ নিজের মানবধর্মতে প্রগতি করতে পারে এরকম সুন্দরবোধ সৎসঙ্গের মাধ্যমে প্রাপ্তি করিয়েছেন। এই সমস্তই এই প্রস্তুত সংকলনে অঙ্কিত হয়েছে। এই বোধ আজকের শিশু এবং যুবাদের কাছে যদি পৌঁছায় তো জীবনের প্রারম্ভ থেকেই মানবধর্মে এসে এই মনুষ্যজন্মকে সার্থক করে তুলে ধন্য হয়ে যাবে এই প্রার্থনা।

— ডাঃ নীরবেহন অমিন

# মানব ধর্ম

## মানবতার ধ্যেয়

প্রশ্নকর্তা : মনুষ্য জীবনের ধ্যেয় কি ?

দাদাশ্রী : মানবতায় পঞ্চাশ প্রতিশত নম্বর পাওয়া। যা মানবধর্ম তার অন্তর্ভুক্ত পঞ্চাশ প্রতি শত নম্বর পাওয়া — এটাই মনুষ্য জীবনের ধ্যেয়। আর যদি উচ্চ ধ্যেয় রাখতে হয় তাহলে অন্তর্ভুক্ত নবই প্রতিশত নম্বর আসা চাই। মানবতার গুণ থাকা উচিত নয় কি ? যদি মানবতাই না থাকে তো মনুষ্য জীবনের ধ্যেয়ই কোথায় রাইলো ?

এ তো ‘লাইফ’ (জীবন) সমন্বয় ‘ফ্ল্যাকচুর’ (ভঙ্গ) হয়ে গেছে। কিসের জন্য বাঁচা তারও কোন বোধ নেই। মনুষ্যসার কি ? যে গতিতে যেতে চায় সেই গতি লাভ করে আর যদি মোক্ষ-এ যেতে চায় তো মোক্ষ লাভ করে।

এ সন্ত সমাগম থেকে আসে।

প্রশ্নকর্তা : মানবের যা ধ্যেয় তা প্রাপ্ত করার জন্য এখন কি করা অনিবার্য এবং কত সময় পর্যন্ত ?

দাদাশ্রী : মানবতার মধ্যে কিকি গুণ আসে, আর তা কেমন করে পাওয়া যায়, এই সমন্বয় জানতে হবে। এমন সন্ত পুরুষ যিনি মানবতার গুণে সমৃদ্ধ, তাঁর কাছে গিয়ে তোমাকে বসতে হবে।

এই সত্যিকারের মানব ধর্ম !

এখন কোন ধর্ম পালন করছো ?

প্রশ্নকর্তা : মানব ধর্ম পালন করছি।

দাদাশ্রী : মানব ধর্ম কাকে বলে ?

প্রশ্নকর্তা : ব্যাস্, শান্তি !

দাদাশ্রী : না, শান্তি তো মানব ধর্ম পালন করলে তার ফলস্বরূপ আসে। কিন্তু মানব ধর্ম অর্থাৎ তুমি কি পালন করছো ?

**প্রশ্নকর্তা :** পালন করার কিছু নেই। কোন সম্প্রদায় না রাখা, ব্যাস্।  
জাতিভেদ না রাখা — এই মানব ধর্ম।

**দাদান্ত্রী :** না, ওটা মানব ধর্ম নয়।

**প্রশ্নকর্তা :** তাহলে মানব ধর্ম কি ?

**দাদান্ত্রী :** মানব ধর্ম কি ? সে সম্পর্কে অল্প বিষ্টুর বলছি। পুরো  
বলতে গেলে তো অনেক বড় হবে কিন্তু সামান্য কিছু বলছি। সংক্ষেপে  
তো কোন মানুষের আমার নিমিত্তে দুঃখ না হয়। অন্যান্য পশুর কথা তো  
ছেড়েই দিলাম কিন্তু কেবলমাত্র মানুষকেই সামলে চলো কি এর যেন  
আমার নিমিত্তে কোন দুঃখ না হয় — এটাই মানব ধর্ম।

নয়তো বাস্তবিক মানবধর্ম কাকে বলে ? যদি তুমি মালিক হও আর  
চাকরকে খুব বকাবকি করছো তো সেই সময় তোমার মনে এরকম ভাবনা  
আসা উচিং যে ‘আমি চাকর হলে কি হতো ?’ এটুকু বিচার এলে তুমি  
রীতি মেনে বলবে, খুব বেশী বলবে না। যদি তুমি কারোর ক্ষতি করছো,  
তো সেই সময় তোমার এরকম বিচার আসা উচিং যে আমি এর ক্ষতি  
করছি, কেউ আমার ক্ষতি করে তো তাহলে কিরকম হয় ?

মানব ধর্ম অর্থাৎ তোমার যা ভালো লাগে তাই অন্যকে দেবে আর  
নিজের যা ভালো লাগেনা তা অন্যকে দেবে না। তোমাকে যদি কেউ ঘূঁষি  
মারে তা ভাল লাগবেনা, তাই তুমিও অন্যকে মারবে না। কেউ তোমাকে  
গালাগালি করলে তোমার ভাল লাগেনা, সেইজন্য তুমিও অন্যকে গালি  
দেবে না। মানব ধর্ম অর্থাৎ তোমার নিজের জন্য যা ভাল লাগে তা অন্যের  
জন্যে করা, এরই নাম মানব ধর্ম। এটা খেয়ালে থাকে, কি থাকে না ?  
কাউকে হয়রান করছো ? না, তাহলে তো ভালো !

“আমার জন্য যেন কারোর অসুবিধা না হয়” — এইটুকু যদি থাকে  
তো কাজ হয়েই গেল।

**রাস্তায় যদি টাকা কুড়িয়ে পাও তো ....**

যদি কারোর পনেরো হাজার টাকা একশো টাকার নোটের একটা বাণিলে রাস্তায় কুড়িয়ে পেলে, তো তোমার মনে এরকম ভাবনা আসা উচিং যে আমার যদি এত টাকা পড়ে যেত তাহলে আমার কি রকম দুঃখ হতো ? তাহলে এর কত দুঃখ হচ্ছে ? সেইজন্যে তোমার কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিং যে, “যার টাকা সে বিজ্ঞাপন দেওয়ার খরচ দিয়ে এবং প্রমাণ দিয়ে যেন নিজের টাকা নিয়ে যায়। ব্যাস, এইভাবেই মানবতা বুঝতে হবে। কারণ তোমার যেমন দুঃখ হয় তেমনি অন্যেরও দুঃখ হয়, এটা তো তুমি বোঝো। এইরকম বিবেচনা তোমার প্রত্যেক প্রসঙ্গে আসা উচিং। কিন্তু আজকাল এই মানবতা তো বিস্মৃত হয়ে গেছে ! হারিয়ে গেছে ! এত দুঃখ তো সেইজন্যেই। মানুষ তো একমাত্র নিজের স্বার্থ নিয়েই পড়ে আছে। একে মানবতা বলে না।

আজকাল তো লোকে এরকম বলে যে, যা পাওয়া গেছে তা তো নিখরচায় পাওয়া গেছে। তাহলে ভাই, তোমার যখন কিছু হারাবে, তখন সেটা যে পাবে সেও নিখরচায় পাবে !

**প্রশ্নকর্তা :** কিন্তু আমি যে টাকা পেয়েছি তা যদি অন্য কিছু না করে, নিজের কাছে না রেখে গরীবদের মধ্যে বিলি করে দিই তো ?

**দাদাশ্রী :** না, গরীবকে নয়, খোঁজ-খবর করে বিজ্ঞাপন দিয়ে এর মালিককে পোঁচে দেবে। তা সত্ত্বেও যদি মালিকের খোঁজ না পাওয়া যায়, বিদেশী হয় তো তুমি এই অর্থ কোন ভাল কাজেই খরচ করবে। নিজের কাছে রাখবে না।

তুমি যদি কাউকে ফেরৎ দাও তো তোমাকেও ফেরৎ দেওয়ার কাউকে পেয়ে যাবে। আর তুমি যদি ফিরিয়ে না দাও তো তোমার টা কি করে ফেরৎ পাবে ? অর্থাৎ নিজের মানসিকতা বদলাতে হবে। এরকম করা যায় না; একে তো কোন পথ-ই বলা চলে না। এতো এতো টাকা রোজগার করছো, তবুও সুখী নও, এ কিরকম কথা ? !

এখন ধরো তুমি কারোর কাছে দু-হাজার টাকা ধার নিয়েছ আর

পরে ফেরৎ দেওয়ার সুবিধা না হয়, তখন যদি মনে এরকম ভাব আসে যে, “এখন আমি কিভাবে ওকে ফেরৎ দেব? আমি দেব না বলে দেব।” এইরকম হলে সেই মুহূর্তে মনে বিচার আসা উচিত যে আমার কাছ থেকে কেউ যদি নিয়ে যায় আর এরকম ভাবনা করে তো আমার কি দশা হবে! অর্থাৎ তোমার মধ্যে খারাপ ভাবনার উদয় না হয় এভাবে যদি চলো, তারই নাম মানব ধর্ম।

কারোর দুঃখ না হয় এটাই সবথেকে বড় জ্ঞান। এইটুকুই সামলে চলো। কন্দমূল খায় না অথচ মানবতা পালন করতে জানে না, তাহলে তা ব্যর্থহয়। এরকম তো লোকেদের ঠকিয়ে ঠকিয়ে কতজন পশুমৌনিতে গেছে, এখনও পর্যন্ত ফিরে আসেনি। এ তো নীতি-নিয়মের রাজ্য; এটা কোন অন্ধকারের রাজ্য নয়। এখানে ঠকানো চলে না, সম্পূর্ণ ঠকানো! একি কোন অন্ধকার নগরী? রাজ্যে নিয়মের রাজ চলে নাকি অন্ধকারের রাজ?

**প্রশ্নকর্তা :** স্বাভাবিক রাজ চলে।

**দাদান্তী :** হ্যাঁ, স্বাভাবিক রাজ চলে। না, অন্ধকারের রাজ চলে না। ভাই, কিছু বুবালে কি? আমার যতটা দুঃখ হয়, সেরকম ওর-ও হয় কিনা? এরকম বিচার এলে তা সমস্তই মানব ধর্ম। নয়তো মানব ধর্ম কি করে বলবে?

### দেনার টাকা শোধ না করে তো?

যদি তোমাকে কেউ দশহাজার টাকা ধার দেয়, আর তুমি পরে শোধ না করো তো সেই সময়ে তোমার মনে এই বিচার আসা উচিত যে, “আমি কাউকে ধার দিলে সে যদি শোধ না দেয় তো আমার কত দুঃখ হবে?!” সেইজন্য একে যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়ে দিবে। নিজের কাছে রাখবে না। মানব ধর্মান্বে কি? যে দুঃখ তোমার হয়, সে দুঃখ অন্যেরও হয়-ই। কিন্তু মানবধর্ম প্রত্যেকের আলাদা আলাদা হয়। যার যেরকম ডেভেলাপমেন্ট

(আন্তরিক বিকাশ) তার সেরকম মানবধর্ম হয়। মানব ধর্ম একই প্রকারের হয় না।

কাউকে দুঃখ দেওয়ার সময় এরকম মনে হওয়া উচিৎ যে কেউ আমাকে দুঃখ দিলে কি হবে ? সেইজন্যে দুঃখ দেওয়া বন্ধ করে দেওয়াই মানবতা।

### ঘরে অতিথি এলে তখন ...

কারোর ঘরে অতিথি হয়ে গেলে গৃহকর্তার কথা ভাবা উচিৎ যে আমার ঘরে পনেরো দিন যদি কেউ অতিথি হয়ে থাকে তো আমার কি দশা হবে ? অন্যের বোৰ্জা হবে না। দুদিন থেকে কোন অজুহাত দেখিয়ে অন্যত্র চলে যাবে।

লোকে শুধু নিজের সুখ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। অন্যের সুখ হলে যে আমারও সুখ, এই সমস্ত কথা বিস্মৃতির অতলে চলে যাচ্ছে। অন্যের সুখেই আমি সুখী তা ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র নিজের সুখেই মগ্ন হয়ে আছে আর বলছে আমি তো চাপেয়েছি তাহলেই হল।

তোমার অন্য কোন দায়িত্ব নেই। কন্দমূল খেতে হয় না — এ তোমার না জানলেও চলবে। কিন্তু এটুকুই যদি জানো তো অনেক। তুমি যে দুঃখ পেয়েছো এরকম দুঃখ অন্য কেউ না পায় এভাবে থাকবে। একে মানবধর্ম বলে। এটুকু ধর্মই যদি পালন করো তো অনেক হয়ে গেল। এখন এই কলিযুগে যে মানবধর্ম পালন করে তাকে মোক্ষের জন্য ছাপ দিয়ে দিতে হয় (মোক্ষের যোগ্য)। কিন্তু সত্যযুগে শুধুমাত্র মানবধর্ম পালন করলেই কাজ হতো না। এখন তো কম নম্বরেও পাস করিয়ে দিতে হয়। আমি কি বলতে চাইছি তা বুঝতে পেরেছো কি ? কিসে পাপ হয় আর কিসে হয় না তা বুঝে নিতে হবে।

### অন্যের উপরে খারাপ দৃষ্টি, সেখানে মানব ধর্ম হারালে !

ফের এর চেয়ে আগে মানব ধর্ম অর্থাৎ কোন মহিলাকে দেখে আকৃষ্ট হলে সাথে সাথেই ভাবনা আসা উচিৎযে আমার বোনের উপর

কেউ খারাপ দৃষ্টি দেয় তো কি হবে ? আমার দুঃখ হবে । এরকম বিচার মনে আসলে তাকেই মানবধর্ম বলে । সেইজন্যে আমার কাউকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় । এরকম হয়ে গেলে পশ্চাতাপ করো । এর জন্য সেইরকম ডেভেলপমেন্ট (আধ্যাত্মিক প্রগতি) হওয়া চাই ।

মানবতা মানে কি ? আমার স্তুর ওপর কেউ কুদৃষ্টি দিলে তা আমার ভালো লাগবে না, সেইজন্যে অন্যের স্তুর ওপর আমারও কুদৃষ্টি দেওয়া উচিত নয় । আমার মেয়ের উপর কেউ খারাপ দৃষ্টি দিলে তা আমার ভাল লাগবে না তাই আমারও অন্যের মেয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয় । কারণ নিজেকে এটা খেয়াল রাখতে হবে, যে আমি যদি কারোর মেয়েকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখি তাহলে কেউ আমার মেয়েকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখবেই । এটা খেয়ালে রাখতেই হবে, তাকেই মানব ধর্ম বলে ।

মানব ধর্ম মানে তোমার যা ভাল লাগে না তা অন্যের সাথে করবে না । নিজের যা পছন্দ নয় তা অন্যের সাথে কখনোই না করলে তারই নাম মানবধর্ম । মানবধর্ম লিমিটেড (সীমার মধ্যে) । লিমিট-এর বাইরে নয় । কিন্তু এটুকুই যদি কেউ করে তো অনেকই হয়ে যায় ।

তোমার নিজের স্তুর ক্ষেত্রে ভগবান বলেছেন যে ভাই, তুমি বিয়ে করেছো, তা জগৎ স্বীকার করেছে । তোমার শশ্শুরবাড়ির লোকজন, তোমার আত্মীয়-স্বজন, গ্রামের লোকজন সবাই স্বীকার করে নিয়েছে । সাথে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেলে কেউ তোমার দিকে আঙুল তুলবে কি ? কিন্তু পরস্তীকে নিয়ে গেলে তখন ?

**প্রশ্নকর্তা :** আমেরিকাতে এতে কেউ আপত্তি করবে না ।

**দাদাশ্রী :** আমেরিকাতে করবে না, কিন্তু হিন্দুস্তানে তো করবে । একথা ঠিক সেখানকার লোকেরা এটা বোঝে না, কিন্তু আমরা যে দেশে জন্মেছি, সেখানে তো আপত্তি করবেই ! এই আপত্তিকর কাজই দোষের । আমেরিকাতে এতে কোনও আপত্তি নেই, তাই সেখানে জানোয়ার গতিতে যাওয়ার ভাগ কম পাওয়া যায় । এখান থেকে তো আশি শতাংশ মানুষ জানোয়ার গতিতে যাবে ! বর্তমানের আশি শতাংশ মানুষ । কারণ মনুষ্যজন্ম লাভ করে এরা কি করছে ? বলা যায় নকল-এর মিশ্রণ করছে, অনধিকার

ভোগ করছে, অনধিকার লুঠ করছে, অনধিকারের বিচার করছে অথবা পরস্তীর প্রতি কুদৃষ্টি দিচ্ছে। নিজের স্ত্রীকে ভোগ করার অধিকার মানুষের আছে কিন্তু অনধিকারের পরস্তীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিং নয়। এর জন্যেও শাস্তি পেতে হবে। শুধুমাত্র খারাপ দৃষ্টির শাস্তি-ও জানোয়ার গতি। কারণ একে পাশবতা বলে; মানবতা থাকা উচিং।

মানব ধর্ম মানে কি ? নিজের অধিকারেরটা ভোগ করা – এর নাম মানব ধর্ম। এটা তুমি স্বীকার করছো, নাকি করছো না ?

**প্রশ্নকর্তা :** ঠিক আছে।

**দাদাশ্রী :** আর অনধিকারের সম্বন্ধে ?

**প্রশ্নকর্তা :** না, স্বীকার করা উচিং নয়। জানোয়ার গতিতে যাবে এর কেন প্রমাণ আছে কি ?

**দাদাশ্রী :** হ্যাঁ, প্রমাণ আছে। প্রমাণ ছাড়া এমনিই গল্প বলছি না।

মনুষ্যত্ব কতক্ষণ থাকে ? অনধিকারের কিঞ্চিং মাত্রও ভোগ না করলে মনুষ্যত্ব থাকে। নিজের অধিকারেরটা খায় তো মনুষ্য গতি পায়; অনধিকারের খায় তো জানোয়ার গতিতে যায়। নিজের অধিকারের (বস্ত) অন্যকে দিয়ে দিলে দেবগতি লাভ হয় আর অনধিকারেরটা মেরে ফেলে নিয়ে নিলে নরকগতি প্রাপ্ত হয়।

### মানবতার অর্থ

মানবতার অর্থ আমারটা আমি ভোগ করব, আর তোমারটা তুমি ভোগ করো। যা আমার ভাগে এসেছে তা আমার আর যা তোমার ভাগে পড়েছে তা তোমার। মানবতার অর্থই অন্যের জিনিমে দৃষ্টিপাত না করা। আর পাশবতা অর্থ আমারটাও আমার আর তোমারটাও আমার। আর দৈবীগুণ কাকে বলে ? তোমারটাও তোমার আর আমারটাও তোমার। যে পরোপকারী হয় সে নিজেরটা অন্যকে দিয়ে দেয়। এরকম দৈবীগুণ সম্পন্ন কেউ হয় কি হয় না ? এখন কি তুমি মানবতা কোথাও দেখতে পাও ?

**প্রশ্নকর্তা :** কোথাও দেখি আবার কোথাও দেখিনা ।

**দাদাশ্রী :** কোন মানুষের মধ্যে পাশবতা দেখতে পাও ? কেউ যদি শিং উঁচিয়ে আসে তাহলে কি তুমি বোবা নাযে এর স্বভাব মোষের মত, তাই শিং দিয়ে টুঁ মারতে আসছে ! সেখান থেকে তোমাকে সরে আসতে হবে । এরকম মোষ (পশু প্রকৃতির মানুষ) তো রাজাকেও ছেড়ে দেয় না । সামনে যদি রাজাও আসে তাহলেও এই মোষের ভাই হেলেনুলে চলতে থাকে । রাজাকেই সরে যেতে হয় কিন্তু এ সরেনা ।

### এ মানবতার থেকেও উচ্চ প্রকারের গুণ !

আবার মানবতার থেকেও উপরে ‘সুপার হিউম্যান’ (অতিমানব) কাকে বলে ? তুমি দশবার তার ক্ষতি করো তবু তোমার প্রয়োজনের সময়ে এই ঘহাশয় তোমাকে সাহায্য করেন ! তুমি আবার এর লোকসান করো তবুও তোমার যখন দরকার তখন তোমাকে ‘হেল্প’ করবে । সাহায্য করাই এর স্বভাব । এর থেকে তুমি বুবাতে পারবে এই ব্যক্তি “সুপার হিউম্যান ।” একে দৈবীগুণ বলে । এরকম এক-আধজন মানুষই হয় । আজকাল তো এরকম মানুষ পাওয়া-ই যায় না ! এরকম মানুষ লাখে একজন হয় তা প্রমাণ হয়ে গেছে !

মানবতার ধর্মের বিরোধী যে কোন ধর্মের আচরণ করলে, যদি পাশবী ধর্মের আচরণ করে তো পশ্যমোনি প্রাপ্ত হয় । যদি রাক্ষসী ধর্মের আচরণ করে তো নরকগতি লাভ করে আর যে সুপার হিউম্যান-এর আচরণ করে যে দেবগতি প্রাপ্ত হয় । আমি যা বলতে চাইছি তা কি তুমি বুবাতে পারলে ?

### যতটুকু জানেন, ততটুকু ধর্ম শেখান !

এখানে (ভারতবর্ষে) সন্ত পুরুষগণ আর জ্ঞানী পুরুষগণ জন্মগ্রহণ করেন এবং মানুষের কল্যাণ করেন । তাঁরা স্বয়ং পারে পৌঁছেছেন আর অন্যদের পারে পৌঁছাতে সাহায্য করছেন । স্বয়ং যা হয়েছেন, অন্যদেরও সেই স্তরে নিয়ে যান । যদি নিজে মানবধর্ম পালন করেন তাহলে মানব ধর্ম

শেখান। তারও আগে যাঁরা পৌঁছেছেন তাঁরা দৈবীধর্ম শেখান। অর্থাৎ অতিমানবের ধর্ম কি তা যাঁরা জানেন তাঁরা অতিমানবতার ধর্ম শেখান। তার মানে যিনি যে ধর্ম পালন করছেন তিনি তারই শিক্ষা দেন। আর যদি এই সমস্ত অবলম্বন থেকে মুক্তির জ্ঞান থাকে এবং মুক্ত হয়েছেন তো মুক্তির জ্ঞান প্রদান করেন।

## পাশবতার ধর্ম এরকম !

**প্রশ্নকর্তা :** সত্যিকারের ধর্ম তো মানব ধর্ম। এখন এর মধ্যে বিশেষভাবে জানার এই যে সঠিক মানবধর্ম হল কারোর একটুও দুঃখ না হয়। এর সবথেকে সুদৃঢ় ভিত্তি এটাই। ধন, লক্ষ্মী, সন্তা, বৈভব — এ সবের দুরুপযোগ করা উচিত নয়, সদুপযোগ করা উচিত। আমি মনে করি যে এ সমস্ত মানব ধর্মের সিদ্ধান্ত, আপনার কাছে জানতে চাইছি যে এটা ঠিক তো ?

**দাদাশ্রী :** সত্যিকারের মানবধর্ম এই যে কোন জীবকে কিঞ্চিত্মাত্র দুঃখ না দেওয়া। যদি কেউ দুঃখ দেয় তো সে পাশবতা করছে, কিন্তু তুমি পাশবতা করবে না, যদি মানুষ থাকতে চাও তো। আর মানবধর্ম যদি ভালভাবে পালন করো তো ঘোষ্ণা-এ যাওয়ার-ও কোন বাধা নেই। মানব ধর্ম যদি কেউ বুঝতে পারে তো অনেক হল। অন্য কোন ধর্ম বুঝতে যাওয়ার মতোই নয়। মানব ধর্ম অর্থাৎ পাশবতা রহিত; তারই নাম মানব ধর্ম। যদি তোমাকে কেউ গালি দেয় তো সে পাশবতা করছে। কিন্তু তুমি পাশবতা করতে পার না। তুমি মানুষ হিসাবে ব্যবহার করবে সমতা রেখে। আর জিজ্ঞাসা করবে, “ভাই আমার দোষ কোথায় ? যদি তুমি আমাকে বলো তো আমি দোষমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করব।” মানব ধর্ম এরকম হওয়া উচিত যে তোমার দ্বারা কারোর যেন কিঞ্চিত্মাত্র দুঃখ না হয়। কেউ যদি তোমাকে দুঃখ দেয় তো তার পাশবী ধর্ম। কিন্তু এর বদলা নিতে তুমি তার সাথে পাশবী ধর্ম পালন করতে পার না। পাশবিকতার সামনে পাশবতা করবে না, এরই নাম মানব ধর্ম। বুঝতে পারলে ? মানবধর্মে টিট ফর

ট্যাট (যেমন তুমি করবে, তেমনি আমি করবো) চলবেন।। কোন মানুষ তোমাকে গালি দিল আর তুমিও উল্টে আবার তাকে গালি দিলে, কেউ তোমাকে মারল আর তুমিও তাকে বদলে মারলে তাহলে তো পশুই হয়ে গেলে ! মানব ধর্ম কোথায় রহিলো ? অতএব ধর্ম এরকম হওয়া উচিং যে কেউ দুঃখ না পায় ।

আজকাল বলা হয় যে ইস্লাম কিন্তু ইস্লানিয়াৎ (মানুষ আর মনুষ্যত্ব) তো মুছে গেছে তো এখন এর কি দরকার ? যে তিলে তেল নেই সেই তিল কোন কাজে লাগে ? একে তিল কিভাবে বলা যায় ? এর ইস্লানিয়াৎ তো চলে গেছে, প্রথমে তো ইস্লানিয়াৎ চাই । সেই জন্যে তো সিনেমায় গান করে “কিন্তু বদল গয়া ইস্লাম ----- ।” তো তাহলে আর রহিলো কি ? মানুষ বদলে গেছে তো সমস্ত পুঁজি হারিয়ে গেছে । ভাই এখন কিসের ব্যবসা করবে ?

## অধঃস্তনে -এর প্রতি কর্তব্য

**প্রশ্নকর্তা :** আমার অধস্তন ঘারা আমার কাছে কাজ করে, সে নিজের ছেলেই হোক বা অফিসে কেউ হোক বা যে কেউ হোক, এরা নিজের কর্তব্যে ভুল করলে আমি সঠিক পরামর্শ দিই । এখন এতে ওদের দুঃখ তো হয় । আর সে সময় বিরোধাভাস হচ্ছে এরকম মনে হয় । তাহলে সেখানে কি করবো ?

**দাদশ্রী :** তাতে অসুবিধা নেই । যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক ততক্ষণ কোন অসুবিধা নেই । এদের উপর তোমার পাশবিকতার ইচ্ছা যেন না থাকে । আর বিরোধাভাস মনে হলে ওদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে । ভুল স্বীকার করে নেবে । মানব ধর্ম সম্পূর্ণ থাকা উচিং ।

## চাকর লোকসান করলে তখন !

লোকেদের মধ্যে মতভেদ কি কারণে হয় ?

**প্রশ্নকর্তা :** স্বার্থের কারণে মতভেদ হয় ।

**দাদান্ত্রী :** স্বার্থ তো একেই বলে যখন বাগড়া করেনা। স্বার্থতে তো সর্বদা সুখ হয়।

**প্রশ্নকর্তা :** আধ্যাত্মিক স্বার্থ হলে সুখ হয়, কিন্তু ভৌতিক স্বার্থ হলে তো দুঃখই হয়।

**দাদান্ত্রী :** হ্যাঁ, কিন্তু ভৌতিক স্বার্থেও সেয়ানা হয়। নিজের যে সুখ তা চলে না যায়, কম না হয়, বেড়ে যায়, এরকমই করে। এ তো ক্লেশ করে ভৌতিক সুখ নষ্ট করে। স্ত্রীর হাত থেকে পেয়ালা পড়ে ভেঙে গিয়ে যদি কুড়িটাকার লোকসান হয় তাহলে সাথে সাথেই মনে অশান্তি শুরু হয়ে যায় যে কুড়ি টাকা লোকসান করলো। আরে মূর্খ, কোন লোকসান করেনি, এ তো ওর হাত থেকে পড়ে গেছে। তোমার হাত থেকে পড়ে গেলে তুমি কোন ন্যায় করতে ? সেই ন্যায়ই তুমি এখানে করবে।

কিন্তু সেখানে তুমি এরকম মনে করো যে, “এ লোকসান করলো”। একি কোন বাইরের মানুষ ? আর বাইরের মানুষ হলেও, এমনকি চাকর হলেও এরকম করা উচিত নয়। কেননা কোন নিয়মের অধীনে এটা পড়ে যায়, ফেলে দিয়েছে না পড়ে গেছে তার বিচার করা উচিত নয় কি ? চাকর কি জেনে বুবো ফেলে দেয় ?

অতএব কি ধর্ম পালন করবে ? কেউ লোকসান করলে কাউকে শক্র বলে মনে হলে সে সত্যি সত্যিই তোমার শক্র নয়। লোকসান কেউ করতে পারেই না। সেজন্য তার প্রতি দ্বেষভাব রাখবে না। সে যদি আমাদের ঘরের লোক হয় অথবা যদি চাকরের হাত থেকেও পেয়ালা পড়ে যায় তাহলেও চাকর তা ফেলে না। ফেলে দেওয়ার অন্য কেউ আছে। তাই চাকরের ওপর বেশী ক্রোধ করবে না। শান্তভাবে বলবে, “ভাই একটু আস্তে চলাফেরা করো।” তোমার পা পুড়ে যায়নি তো ?” এইরকম বলবে। দশ-বারোটা পেয়ালা ভেঙে যায় তো আমাদের ভিতরে অশান্তি, ক্লেশ শুরু হয়ে যায়। যতক্ষণ অতিথিরা আছে, ততক্ষণ ক্রোধ করেনা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অশান্তি হতে থাকে। অতিথিরা চলে গেলেই তাকে

একহাত নেয়। এরকম করার প্রয়োজন নেই। এটাই সবথেকে বড় দোষ। কে করেছে তা জানে না। খালি চোখে যা দেখে, জগৎ তো সেই নিমিত্তকেই কামড়াতে যায়।

আমি এটটুকু ছোট বাচ্চাদের বলে দেখেছি যে ‘যাও, এই কাপ বাইরে ফেলে দিয়ে এসো।’ তো এরা কাঁধ বাঁকিয়ে বলেছে, না, এ বাইরে ফেলার নয়। কেউ লোকসান করে না। একটি বাচ্চাকে আমি বললাম, এটা দাদার বুট জুতো, একে বাইরে ফেলে এসো। তো কাঁধ বাঁকিয়ে বলে “ফেলতে হয় না”। কত সুন্দর বোধ। অতএব এ কেউ ফেলে না; চাকরও ভাসে না। এ তো মূর্খ লোকেরা চাকরকে হয়রান করে মারে। মূর্খ তুমি যখন চাকর হবে তখন বুবতে পারবে। সেইজন্যে তুমি যদি এরকম না করো তো যদি কখনও তোমার চাকর হওয়ার সময় আসে তো তখন তুমি ভাল মনিব পাবে।

নিজেকে অন্যের জ্ঞানগায় রাখবে এর নাম মানব ধর্ম। অন্য ধর্ম তো অধ্যাত্ম, এতো তার চেয়ে উচ্চস্থানে আছে। কিন্তু এটুকু মানবধর্ম তো আসা চাই।

## যতটুকু চরিত্রবল, ততটুকুই আচরণে !

**প্রশ্নকর্তা:** কিন্তু জ্ঞান সত্ত্বেও অনেক সময়ে এটা আমার মধ্যে থাকে না, এর কারণ কি ?

**দাদান্নী:** কারণ এ জ্ঞান জানই না। সত্যিকারের জ্ঞান নেই। জ্ঞান যা আছে তা শুধুমাত্র বই থেকে জেনেছ কিন্তু কোন ‘কোয়ালিফায়েড’ গুরুর কাছ থেকে জাননি। কোয়ালিফায়েড (অধিকারী) গুরু মানে কি ? তিনি যা জ্ঞানাবেন তা হ্বহ তোমার মধ্যে এসে যাবে। আমি নিজে বিড়ি খাই আর তোমাকে উপদেশ দিই যে বিড়ি খাওয়া ছেড়ে দাও, তো তাতে কোন কাজ হয় না। এর জন্য চরিত্রবল চাই। গুরু সম্পূর্ণ চরিত্রবল যুক্ত হলে তবে তুমি তা পালন করতে পারবে। না হলে এমনি এমনি তো পালন

করতে পারবে না।

নিজের ছেলেকে তুমি বললে যে, এই শিশিতে বিষ আছে। এই দেখ, সাদা রঙের। এটাতে হাত দেবে না। তো ছেলেটি কি জিগ্যেস করবে ? “বিষ মানে কি ?” তুমি বললে, “বিষ মানে খেলে মরে যায়।” আবার সে প্রশ্ন করে “মরে যাওয়া মানে কি ?” তুমি বললে “কাল ওনাকে বেঁধে নিয়ে ঘাস্তিল আর তুমি বলছিলে “নিয়ে যেও না, নিয়ে যেও না।” তো মরে যাওয়া মানে নিয়ে চলে যাওয়া। তখন এ বুঝে যায়, আর ওতে হাত দেয় না। জ্ঞান বুঝে নেওয়া দরকার।

একবার তোমাকে বলে দিয়েছি, “ভাই, এটা বিষ।” তারপর থেকে তোমার এ জ্ঞান হাজির থাকবে। আর যে জ্ঞান হাজির থাকে না, তা তো জ্ঞান-ই নয়, ও তো অজ্ঞান। এখান থেকে আহমেদাবাদ যাওয়ার জ্ঞান, নকশা প্রভৃতি দিয়ে দিয়েছি। আর এর অনুসারে চলে যদি আহমেদাবাদ না আসে তো নকশাতে ভুল আছে। সঠিক হলে আসবেই।

### চার গতিতে ঘোরার কারণ....

**প্রশ্নকর্তা :** মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলুন।

**দাদাশ্রী :** মানুষের কর্তব্যে, যে আবার মানুষই হতে চায় তার লিমিট (সীমা) বলবো। উপরে না যেতে চাও অথবা নীচে নানামতে চাও, উপরে দেবগতি আর নীচে জানোয়ার গতি আর তার থেকেও নীচে নরক গতি। এরকম অনেক প্রকার গতি আছে। তুমি তো মানুষের সম্পর্কেই জানতে চাইছো ?

**প্রশ্নকর্তা :** যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ তো মানুষের যা কর্তব্য তা পালন করতে হবে নয় কি ?

**দাদাশ্রী :** মানুষের কর্তব্য পালন করেছো বলেই তো মানুষ হয়েছো। এতে তুমি উত্তীর্ণ হয়েছো, তো আর কিসে উত্তীর্ণ হতে হবে ? জগৎ-সংসার দুই প্রকার। এক তো মানুষ হয়ে জন্মে ক্রেডিট জমা করছে।

ফলে উচ্চ গতি লাভ করছে। আর ডেবিট জমা করলে নীচ গতিতে যায়। আর যে ডেবিট ক্রেডিট দুইয়ের ব্যাপারই বন্ধ করে দেয় সে মুক্তি পায়। এই পাঁচ জায়গাই খোলা আছে। চারগতি আছে। খুব ক্রেডিট থাকলে দেবগতি হয়। ক্রেডিট বেশী, ডেবিট কম হলে মনুষ্যগতি লাভ হয়। ডেবিট বেশী আর ক্রেডিট কম হলে জানোয়ার গতি; আর সম্পূর্ণ ডেবিট হলে নরক গতি হয়। এই চার গতি আর পঞ্চম হল মোক্ষগতি। এই চার গতি মানুষ লাভ করতে পারে। আর পঞ্চম গতি শুধু হিন্দুস্থানের লোকেরাই প্রাপ্তি করতে পারে। “স্পেশ্যাল ফর ইণ্ডিয়া।” (ভারতের জন্যেই বিশেষরূপে)। অন্য লোকদের জন্য এ নয়।

এখন কাউকে মনুষ্যগতি আবার লাভ করতে হলে তাকে বড়দের, পিতা-মাতার সেবা করতে হবে। গুরুর সেবা করতে হবে। লোকদের সাথে অবলাইজিং নেচার (পরোপকারী স্বভাব) রাখতে হবে। আর ব্যবহারে তো দশ দিয়ে দশ ফেরৎ নেবে। ব্যবহার এই প্রকার শুন্দি রাখলে অন্যের সাথে কোন লেনদেন থাকে না। এইরকম ব্যবহার করো, সম্পূর্ণ শুন্দি ব্যবহার। মানবতাতে তো কাউকে মারার সময় বা তার আগেই খেয়াল আসা উচিৎ, মানবতা থাকলে খেয়াল আসবেই যে আমাকে মারলে কি হবে? এই খেয়াল আগে এলে তবেই মানবধর্ম টিকে থাকবে। নয়তো থাকবে না। এটা খেয়ালে রেখে যদি সমস্ত কাজ-কর্ম করা যায় তবেই পুনরায় মানবজন্ম লাভ হয়। অন্যথা পুনরায় মনুষ্যজন্ম প্রাপ্তি বেশ কঠিন।

আর এ কথা যার খেয়ালে নেই, এর পরিণাম কি হবে, তারও কোন ধারণা নেই তাকে মানুষ বলে না। চোখ খোলা রেখে ঘুমালে তা অজাগ্রতি, তাকে মানুষ বলে না। যারা সমস্ত দিন অনধিকারের চর্চা করে, ভেজাল দেয় তারা জানোয়ার গতি প্রাপ্তি হয়। এখানে মানুষ থেকে সোজা পশুজন্ম লাভ করে আর ভুগতে থাকে।

নিজের সুখ যারা অন্যকে দিয়ে দেয়, নিজের অধিকারের সুখ অপরকে প্রদান করে তারা সুপার-হিউম্যান অর্থাৎ দেবগতিতে যায়। যে সুখ নিজের ভোগ করার ছিল, নিজের জন্যেই যে সুখ তৈরী হয়েছিল,

তার নিজের সেই সুখের প্রয়োজন থাকলেও তা যদি অন্যকে দিয়ে দেয় তাহলে সে সুপার-হিডম্যান, দেবগতিতে ঘায়। আর যে অথহীন ক্ষতি করে, নিজের কোন লাভ না থাকা সত্ত্বেও অন্যের ক্ষতি করে, সে তো নরকগতি প্রাপ্ত হয়। আর যারা নিজের প্রাপ্য নয় এমন সুখ ভোগ করে তারা নিজের লাভের জন্যে ভোগ করছে, সেইজন্যে জানোয়ার গতি লাভ করে। যারা কোন কারণ ছাড়াই, বিনা কারণে লোকের ঘর জালিয়ে দেয়, লড়াই-দাঙ্গা করে বা এই ধরণের অন্য কিছু করে তারা সব নরক গতির অধিকারী। জীবহত্যা করে অথবা পুকুরে বিষ দিয়ে রাখে, বা কুয়োতে এইরকম কিছু ঢেলে দেয় তারা সবাই নরকের অধিকারী। সব দায়িত্ব নিজেরই। এই জগতে এক-একটা চুলেরও হিসাব পুরো করতে হয়।

প্রকৃতির রাজ্যে একচুলও অন্যায় নেই। মানুষের মধ্যে কখনও অন্যায় হতে পারে কিন্তু প্রকৃতির ঘর একদম ন্যায়সঙ্গত। সেখানে কখনই অন্যায় হয়নি। সমস্ত ন্যায়েই থাকে আর যা হচ্ছে তাও ন্যায়ই হচ্ছে। এটা যদি কেউ জানে, বুঝতে পারে তারই নাম জ্ঞান। আর ঘটছে তাকে “এটা খারাপ, ওটা খারাপ, এটা ভালো”, এরকম বললে তাকে ‘অজ্ঞান’ বলে। যা ঘটছে তা ‘কারেন্ট’ (সঠিক)।

### অধঃস্তন এর সাথে মানব ধর্ম

নিজের উপর কেউ ক্রোধ করলে তা সহ্য হয় না অথচ সারাদিন অন্যের উপর ক্রোধ করছে। আরে ! এ কিরকম বুদ্ধি ? একে মানব ধর্ম বলে না। নিজের ওপর সামান্য ক্রোধ করলেও সহ্য করতে পারেনা ; আর সেই লোক সারাদিন অন্যের উপর ক্রোধ করছে, তারা ওর অধঃস্তন বলেই কি না ? অধঃস্তনকে মারা তো খুব বড় অপরাধ। মারতে হয় তো উপরওয়ালাকে মারো। ভগবানকে বা উপরওয়ালাকে, কারণ এরা উপরে আছে এবং শক্তিশালী, এদের মারো। অধঃস্তনের তো কোন শক্তি নেই, সেইজন্য সমস্ত জীবন মারতে থাকে। আমি তো অধঃস্তন যত দোষই করুক

না কেন, তবু তাদের বাঁচিয়েছি। উপরওয়ালা যত ভালোই হোক না কেন, আমার পছন্দ নয়; আর আমি কারোর উপরওয়ালা হবো না। যদি উপরওয়ালা ভালো হয় তো আমার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এর মানে এই নয় যে এ সর্বদা এরকমই থাকবে। কখনও আমাকে ভাল মন্দ কিছু বলে দিতে পারে। উপরওয়ালা তাকেই বলে যে অধঃস্তনকে রক্ষা করে। সেই সত্যিকারের উপরওয়ালা। আমি তো সত্যিকারের উপরওয়ালা খুঁজছি। আমার উপরে থাকো, কিন্তু সত্যিকারের উপরওয়ালা হয়ে। ধর্মক খাওয়ার জন্যে আমি কিন্তু জন্ম নিইনি। তুমি আমাকে ধর্মকাবে, আমিকি এইজন্যে জন্ম নিয়েছি? তুমি আমাকে কি-ই বা দিতে পারো?

আর তোমার কাছে যে কাজ করে তাকে তুমি কখনই তিরঙ্গার করবে না, বিরক্ত করবে না। সবাইকে সম্মানপূর্বক রাখবে। কে জানে কার থেকে কি লাভ পাওয়া যায়!

### প্রত্যেক জাতিতে মানব-ধর্ম

**প্রশ্নকর্তা :** এই মনুষ্যগতিতে তো চৌদ্দ লাখ মোনি, লেয়ার্স (স্টর) আছে, কিন্তু মানবজাতি হিসাবে দেখতে গেলে বায়োলজিক্যালি তো কারোর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখায় না। সবাইকে একরকমই দেখায়। পরন্তু এর মধ্যে এরকমই বুঝি যে বায়োলজিক্যালি পার্থক্য না থাকলেও যে মানসিকতা তাতে -----

**দাদান্ত্রী :** এতো ডেভেলপমেন্ট (আন্তরিক বিকাশ)-এর পার্থক্য এত প্রকারেরই হয়।

**প্রশ্নকর্তা :** আলাদা আলাদা লেয়ার্স হওয়া সত্ত্বেও বায়োলজিক্যালি তো সবাই একই রকম। তাহলে এদের জন্যে কোন কমন (সবার জন্যে একরকম) ধর্ম হতে পারে কি?

**দাদান্ত্রী :** কমন ধর্ম তো মানব ধর্ম। নিজের বোবার ক্ষমতা তানুয়ায়ী সে মানবধর্ম পালন করতে পারে। প্রত্যেকে নিজের বোবার ক্ষমতা

অনুসারে মানবধর্ম পালন করে কিন্তু বোধপূর্বক মানবধর্ম পালন করতে পারলে তাকে উত্তমের মধ্যেও উত্তম বলে। মানবধর্ম তো খুব উচ্চস্তরের কিন্তু মানবধর্মে আসলে তবেই না ? এখন লোকেদের মধ্যে মানবধর্ম কোথায় ?

মানব ধর্ম তো খুব সুন্দর কিন্তু তা ডেভেলপমেন্ট অনুসারে হয়। আমেরিকানদের মানবধর্ম আলাদা, আমাদের মানবধর্ম আলাদা।

**প্রশ্নকর্তা :** এতেও পার্থক্য থাকে দাদাজী ? কি রকম পার্থক্য হয় ?

দাদাশ্রী : অনেক পার্থক্য আছে। আমাদের মমতা আর এদের মমতায় তফাং হয়। পিতা-মাতার প্রতি আমাদের যে মমতা তা এদের থাকে না। মমতা কম থাকায় ভাবের তফাং হয়। ভাব ততটাই কম হয়।

**প্রশ্নকর্তা :** যতটা মমতা কম হয় ততটাই ভাবের পার্থক্য হয় !

দাদাশ্রী : এই অনুসারেই মানবধর্ম হয়। অর্থাৎ এদের মানবধর্ম আমাদের মত নয়। এরা তো মানবধর্মেই থাকে। প্রায় আশি শতাংশ লোক তো মানবধর্মেই থাকে। শুধু আমাদের লোকেরাই থাকে না। অন্য সবাই নিজেদের হিসাবে মানবধর্মেই আছে।

### মানবতার প্রকার, আলাদা আলাদা

**প্রশ্নকর্তা :** এই যে মানবজাতি, সে জৈন হোক, বৈষ্ণব হোক বা খ্রিস্টান হোক, এদের যে বোধ তা একই প্রকারের নয় কি ?

দাদাশ্রী : কথা হল যে যার যেরকম ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, তার সেরকমই বোধশক্তি হয়। জ্ঞানীর মানবতা, তিনিও তো মানুষই ! জ্ঞানীর মানবতা, অজ্ঞানীর মানবতা, পাপীর মানবতা, পুণ্যশালীর মানবতা, সবার মানবতা আলাদা। মানুষ একই প্রকারের।

জ্ঞানী পুরুষের মানবতা আলাদা আর অজ্ঞানীর মানবতা আলাদা। মানবতা সবার মধ্যেই আছে। অজ্ঞানীর মধ্যেও মানবতা আছে। যে আনডেভেলপ (অবিকশিত) তারও মানবতা থাকে কিন্তু তা অন্য ধরণের

এ আনডেভেলপ আর ইনি ডেভেলপ। আর পাপীর মানবতা, অর্থাৎ সামনে যদি চোরের সাক্ষাৎ হয়, চোর আসছে আর আমি যদি সামনে পড়ে যাই তো তার মানবতা কেমন ? বলবে, দাঁড়াও। তখন তার মানবতা কেমন তা আমি বুঝে যাব তো ? ও বলবে, দিয়ে দাও।” আমি বলবো, এই নাও ভাই তাড়াতাড়ি। আমার সাথে তোমার সাক্ষাৎকার হওয়াটাই তোমার পৃণ্য।

মুম্বাইয়ের একজন লোক এত ভীতু, সে আমাকে বলতে লাগল, “এখন ত আর ট্যাঙ্কিতে ঢ়া যাবেনা।” আমি বললাম, কি হয়েছে ভাই, এই তো দশ হাজার ট্যাঙ্কি আছে, তাতে ঢ়া যাবে না, এমন কি হল ? সরকার কোন নিয়ম করেছে কি ?” তখন বললো যে, “না, লুট করে নিছে। ট্যাঙ্কিতে মারধোর করে লুটপাট করে নিছে।” আরে মুখ্য, আর কতদিন এরকম পাগলামি করবে তোমরা ? লুটপাটের শিকার হওয়া, তা কি নিয়মানুসারে হয়, না কি নিয়মানুসারে হয় না ? রোজ চারজনকে লুটপাটের শিকার করে, অতএব সেই পুরস্কার তোমার ভাগ্যে জুটবে এটা তুমি জানলে কি করে ? পুরস্কার তো প্রথম জন পায় কোন একদিন। রোজ রোজ কি কেউ পুরস্কার পায় ?

এই খ্রিষ্টানদের বোঝাতে পারবে না। তুমি যতই বলো যে তোমরা পুনর্জন্ম বোঝ না কেন, তাও তারা বুবাবে না। এটা (এরা ভুল করছে) তুমি বলবে না, আর তা বলা মানব ধর্মের বিরুদ্ধে যায়। কিছু বললে যদি অন্যজন সামান্য একটু দুঃখও পায় তো তা মানব ধর্মের বিরুদ্ধে হয়। তোমার একে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

### এইভাবে ভোলে মানবধর্ম

মানবধর্ম মূল বস্তু। মানব ধর্ম একরকম হয় না। কারণ মানব ধর্ম যখন আচরণে আনার কথা হয় তখন সেই আচরণ তো একজন ইউরোপীয়ান যখন তোমার সাথে মানবধর্ম পালন করে আর তুমি যখন তার সাথে মানব

ধর্ম পালন করো — এই দুইয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। কারণ এর পিছনে ভাবনা কি ছিল ? আর তোমার ভাবনা-ই বা কি ? কারণ তুমি ডেভেলপড় (বিকশিত)। অধ্যাত্ম যেখানে বিকশিত হয়েছে, সেই দেশের। সেইজন্যে তোমার সংস্কার অনেক উচ্চস্তরের। মানব ধর্মে আসতে হলে তো আমাদের সংস্কার এতটাই উচ্চস্তরের যে তা একরকম অসীম। কিন্তু লোকেরা মানবধর্ম পালনে ভুল করে ফেলছে, লোভ আর লালসার কারণে এটা হচ্ছে। আমাদের এখানে ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ ফুললি ডেভেলাপ (সম্পূর্ণ বিকশিত) হয়ে গেছে। এইজন্যেই লোকেরা মানবধর্ম ভুলে গেছে। কিন্তু এই লোকেরা মোক্ষের অধিকারী ঠিকই। এখানে ডেভেলাপ হয়েছে, সেখান থেকে মোক্ষের অধিকারী হওয়া শুরু হয়েছে। ওদেরকে (ইউরোপীয়ানদের) মোক্ষের অধিকারী বলে না। এরা ধর্মের অধিকারী, কিন্তু মোক্ষের নয়।

## মানবতার বিশেষ বৌধ

**প্রশ্নকর্তা :** আলাদা-আলাদা মানবতার লক্ষণ বিষয়ে একটু বিস্তারিত বলুন।

**দাদান্ত্রী :** মানবতার গ্রেড (স্তর) আলাদা আলাদা হয়। প্রত্যেক দেশে মানবতা আছে, তাদের ডেভেলপমেন্টের আধারে এই সমস্ত গ্রেড হয়। মানবতা অর্থাৎ স্বয়ং নিজের গ্রেড স্থির করতে হয় এইভাবে যে যদি আমাকে মানবতা আনতে হয় তাহলে আমার যা পছন্দের তা অন্যের প্রতি আমাকে করতে হবে। আমার পক্ষে যা অনুকূল তেমনই অনুকূল সংযোগ অন্যের প্রতি ব্যবহারেও আমাকে আনতে হবে, তাকেই মানবিকতা বলে। এইজন্যে প্রত্যেকের মানবতা আলাদা আলাদা হয়। সবার মানবতা একপ্রকার হয় না। প্রত্যেকের গ্রেডেশন অনুযায়ী হয়।

নিজের যা অনুকূল হয় তা অন্যের প্রতিও করতে হবে। আমার যদি দুঃখ হয় তো ওর কেন হবে না ? আমার যদি কিছু চুরি যায় তো

আমার দুঃখ হয়। সেইজন্য কারোর কিছু চুরি করার সময় তোমার মনে বিচার আসা উচিং যে, “না, কারোর দুঃখ হবে এরকম কাজ কি করে করব ?” যদি কেউ তোমার সাথে মিথ্যে বলে তো তোমার দুঃখ হয়। তাহলে তোমারও এরকম করার আগে ভাবা উচিং। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষের গ্রেডেশন ভিন্ন ভিন্ন হয়।

মানবতা অর্থাৎ নিজের যা ভাল লাগে এরকম ব্যবহার অন্যের সাথেও করবে। এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাটি ভাল কিন্তু প্রত্যেক দেশের লোকেদের আলাদা আলাদা প্রয়োজন।

তোমার নিজের জন্য যা অনুকূল নয় সেরকম উল্টো ব্যবহার অন্যের সাথে করবে না। তোমার নিজের যেরকম ব্যবহার পছন্দ হয়, সেরকম ব্যবহারই অন্যের সাথে করবে। তোমার বাড়ী আমি গেলে তুমি যদি আসুন-বসুন বলো তো আমার ভালো লাগে, তেমনি আমার বাড়ী কেউ এলে তাকেও আমার ‘আসুন-বসুন’ বলা উচিং। এরই নাম মানব ধর্ম। তোমার বাড়ী কেউ এলে তুমি যদি তাকে আপ্যায়ণ না করো অথচ তার কাছ থেকে আপ্যায়ণের আশা রাখো, তো তাকে মানবতা বলে না। তুমি কারোর বাড়ী অতিথি হয়ে গিয়ে যদি ভালো ভোজনের আশা রাখো তো তোমারও বিচার করা উচিং যে তোমার কাছে কোন অতিথি এলে তোমাকেও ভালো ভোজন করাতে হবে — যেরকম তুমি আশা করো সেইরকম। এটাই মানবতা।

নিজেকে অন্যের জায়গায় রেখে সমস্ত ব্যবহার করবে, এর নামই মানবতা। এ প্রত্যেকের জন্যে আলাদা-আলাদা হয়। হিন্দুর আলাদা, মুসলমানের আলাদা, শ্রীষ্টানদের আলাদা এমনকি জৈনদের মানবতা ও আলাদা হয়।

তোমার নিজের অপমান সহ্য হয় না অথচ অন্যকে অপমান করতে দক্ষ তো একে কি করে মানবতা বলা যায় ? সেইজন্য সমস্ত বিষয়ে বিচার করে ব্যবহার করা, একেই মানবতা বলে।

সংক্ষেপে প্রত্যেকের মানবতার রীতি আলাদা। “আমি কাউকে দুঃখ দেব না” এ মানবতার বাড়গুরি(সীমা) আর এই বাড়গুরি প্রত্যেকের

ক্ষেত্রে আলাদা—আলাদা হয়। মানবতার একটাই মাপদণ্ড হয় না। আমার যাতে দুঃখ হয়, সেইরকম দুঃখ আমি কাউকে দেব না। কেউ আমাকে এরকম দুঃখ দিলে কেমনলাগবে ? যার ঘটনাকু ডেভেলপমেন্ট সে ততটাই করে।

## সুখ পাওয়া যায় সুখ দিলে

**প্রশ্নকর্তা :** আমরা জানি যে কারোর মনে যেন দুঃখ না হয়, এরকমভাবে জীবন যাপন করা উচিত। এ সমস্ত মানবতার ধর্ম বলেই জানি।

**দাদাশ্রী :** এতো মানবতার ধর্ম ঠিকই, কিন্তু আমার স্বাভাবিক ধর্ম জানলে চিরদিনের জন্য সুখ পাওয়া যায়। এই মানবধর্ম কি রকম হয় ? মানবধর্ম অর্থাৎ অন্যকে সুখ দিলে তুমিও সুখ পাবে। যদি তুমি সুখ দেওয়ার ব্যবহার রাখো তাহলে ব্যবহারে তুমিও সুখ পাবে আর দুঃখ দেওয়ার ব্যবহার রাখলে ব্যবহারে দুঃখ পাবে। সেইজন্যে তোমার যদি সুখ চাই তো ব্যবহারে সবাইকে সুখ দাও আর দুঃখ চাইলে দুঃখ দাও।

**প্রশ্নকর্তা :** সবাইকে সুখ দেওয়ার শক্তি পাই, এরকম প্রার্থনা করতে হবে।

**দাদাশ্রী :** হ্যাঁ, এরকম প্রার্থনা করতে পার।

## জীবন ব্যবহারে যথার্থ মানবধর্ম

**প্রশ্নকর্তা :** এখন মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তার মধ্যে যা কিছু আসে যেমন আহার, জল, বিশ্রাম আর বাসস্থান যাতে প্রত্যেক মানুষ পায় এর জন্যে প্রয়োজন করা কি মানবধর্ম বলে গণ্য হবে ?

**দাদাশ্রী :** মানব ধর্ম পৃথক বস্তু। মানব ধর্ম তো এতদূর পর্যন্ত যে এই জগতে যা লক্ষ্মী (ধন-দৌলত) আছে, তার ভাগ-বাঁটোয়ারা প্রাকৃতিক

রূপে হয়; এর মধ্যে এখন আমার ভাগে যা আছে তা তোমাকে দিতে হতে পারে। এইজন্য আমার লোভ করার প্রয়োজন—ই নেই। লোভ না থাকে, তাকেই মানবধর্ম বলে। কিন্তু এতদূর পর্যন্ত তো থাকে না। তবু মানুষ যদি এর কিছুটাও পালন করতে পারে তো অনেক হল।

**প্রশ্নকর্তা :** তার মানে এর অর্থ এই দাঁড়ালো যে যেমন যেমন কষায় রহিত (ক্রোধ—মান—মায়া—লোভহীন) হবো, ততটাই মানব ধর্ম হবে ?

**দাদান্তী :** না, এরকম বললে তা বীতরাগ ধর্মে এসে গেল। কিন্তু মানব ধর্ম তো ব্যস্ত এইটুকুই যে স্ত্রীর সাথে থাকো, সন্তানের সাথে থাকো, অমুকের সাথে থাকো, তন্ময়াকার হয়ে যাও, বিবাহ করো, সমস্ত কিছুই। এতে তো কষায়—রহিত হওয়ার প্রশ্নই নেই। কিন্তু তোমার যাতে দুঃখ হয় তাতে আন্দেরও দুঃখ হবে এরকম ধরে নিয়ে তুমি চলো।

**প্রশ্নকর্তা :** হাঁ, কিন্তু এ তো এরকম হল যে ধরো আমার ক্ষিদে পেয়েছে। ক্ষিদে তো একরকম দুঃখই। এর জন্যে আমার কাছে ব্যবস্থা আছে খাওয়া—দাওয়া করার। যার সে ক্ষমতা নেই তাকে তা দিতে হবে। এই যে আমার যাতে দুঃখ হয় সে দুঃখ আন্দের না হয় এরকম করা এও এক ধরণের মানবতা—ই হল কি না ?

**দাদান্তী :** না, এই যে তুমি এরকম মানছো, এটা মানবতা নয়। কুদরত (প্রকৃতি)—এর নিয়ম এই যে, যেই হোক না কেন তাকে তার খাবার পোঁচে দেয়। এই হিন্দুস্থানে এমন একটা গ্রাম নেই যেখানে কেউ কোন মানুষকে খাবার দিতে যায়, কাপড় দিতে যায়, এরকম কিছুই নেই। এ তো এসব যে শহরে আছে তা একধরণের লোকেদের তৈরী করা ব্যবসায়ী কায়দা লোকেদের থেকে পয়সা নেওয়ার জন্য। অসুবিধা কোথায় হয় ? মধ্যবিত্ত লোকেরা যারা চাহিতে পারে না, বলতে পারে না, তাদেরই অসুবিধা হয়। অন্যসব জায়গায় এতে কিসের অসুবিধা ? এ তো অকারণেই নিয়ে বসে আছে !

**প্রশ্নকর্তা :** এ রকম কারা ?

**দাদাশ্রী :** আমাদের সমগ্র সাধারণ মধ্যবিত্ত বর্গ-ই এ রকম। সেখানে যাও, তাদের জিজ্ঞাসা করো যে ভাই তোমার কি অসুবিধা আছে, আর এদের, এই যাদের কথা তুমি বলছো না, যে এদের জন্যে দান করা উচিত, এই সমস্ত লোক তো মদ খেয়ে মজা করে।

**প্রশ্নকর্তা :** সে তো ঠিকই কিন্তু আপনি বলছেন সাধারণ মানুষের প্রয়োজন আছে। সেখানে দান করলে তো ধর্মই হলো ?

**দাদাশ্রী :** হ্যাঁ, কিন্তু এর সাথে মানবধর্মের কি লেনা-দেনা ? মানবধর্ম মানে কি ? আমার যাতে দুঃখ হয় তাতে অন্যেরও দুঃখ হয় ; সেইজন্যে ওর দুঃখ না হয় এরকম ব্যবহার করা উচিত।

**প্রশ্নকর্তা :** সে রকমই হলো না ? কারোর কাপড় নেই ----।

**দাদাশ্রী :** না, এতো দয়ালুর লক্ষণ। সবাই দয়া কি করে করবে ? এ তো যার কাছে পয়সা আছে সেই করতে পারে।

**প্রশ্নকর্তা :** সাধারণ মানুষ যাতে ঠিকমত পায়, তাদের প্রয়োজন পূর্ণ হয় তার জন্যে সমাজিক স্তর থেকে প্রয়োজন করা কি উচিত ? সমাজিক স্তর থেকে অর্থাৎ আমরা সরকারকে চাপ দেব যে তোমরা এইসব লোকেদের দাও। এটা করা কি মানবধর্মের মধ্যে পড়ে ?

**দাদাশ্রী :** এ সমস্ত এইসব লোকেদের ভুল ইগোইজম (অহংকার)।

এরা সমাজসেবা করে, লোকেদের সেবা করছি এরকম বলে, অথবা দয়া করছি, সহানুভূতি দেখাচ্ছি এরকম বলে। কিন্তু মানব কৰ্ম তো সবাইকে স্পর্শ করে। আমার যদি ঘড়ি হারিয়ে যায় তো আমি জানব কোন মানবধর্ম সম্পর্ক লোক যদি পায় তো ঘড়ি ফিরে আসবে। আর এই যে এরা সেবা করছে তারা সব কুসেবা করছে। একজনকে আমি বললাম “এ কি করছো ? এইসব লোকেদের কিজন্যে দান করছো ? এরকমভাবে দেয় কখনও ? খুব সেবা করতে এসেছেন ! সেবক এসেছেন ! কি দেখে সেবা

করতে বেরিয়েছেন ?” লোকদের পয়সা ভুল রাস্তায় যায় আর লোকে দিয়েও দেয় !

**প্রশ্নকর্তা :** কিন্তু আজকাল তো একেই মানবধর্ম বলে ?

**দাদাশ্রী :** মানুষকে শেষ করে দিচ্ছে, তোমরা তাকে বাঁচতেও দিচ্ছনা। ওই লোকটিকে আমি খুব বকলাম। কি ধরণের মানুষ তুমি ? কে তোমাকে এসব শেখালো ? লোকদের কাছ থেকে পয়সা আনবে আর যাকে তোমার গরীব বলে মনে হয় তাকে ডেকে এনে দিয়ে দেবে। আরে এর থার্মোমিটার (মাপদণ্ড) কি ? একে গরীব বলে মনে হয় সেইজন্যে দেবে আর একে মনে হয় না তাই দেবে না ? যে তার কষ্ট ঠিকমত জানাতে পারেনা, ভালভাবে বলতে পারেনা বলে তাকে দিলে না আর যে ভাল বর্ণন করতে পারে তাকে দিলে ! থার্মোমিটারওয়ালা এসেছেন ! তখন আমাকে বলল, আপনি অন্য উপায় বলুন। আমি বললাম, এই লোকটি শারীরিকভাবে সুস্থ-সবল সেইজন্যে একে এক-দেড় হাজার টাকা দিয়ে একটা ঠেলাগাঢ়ি কিনে দাও আর দুশো টাকা দিয়ে বলো শাক-সস্তী কিনে এনে বিক্রী করতে। আর ঠেলার ভাড়া হিসাবে দু-চারদিন পরপর পঞ্চাশ টাকা দিয়ে যেতে বলবে।

**প্রশ্নকর্তা :** বিনামূল্যে না দিয়ে ওকে রোজগার করার রাস্তা করে দেব।

**দাদাশ্রী :** হ্যাঁ, নয় তো একে তো তুমি বেকার করে দিচ্ছ। সারা বিশ্বে কোথাও বেকারত্ব নেই, এই বেকারত্ব তুমিই ছড়াচ্ছে। আমাদের সরকার ছড়াচ্ছে। এ তো ভেট পাওয়ার জন্যে এইসব নাটক করছে।

আর মানব ধর্ম তো সেফ সাইড -ই দেখায়।

**প্রশ্নকর্তা :** এ কথা ঠিক যে আমরা দয়া দেখালে ওদের মধ্যে এক ধরণের মানসিকতা তৈরী হয় যে অন্যের দয়ায় বেঁচে আছে।

**দাদাশ্রী :** ওরা খাবার-দাবার পেয়ে যায়, সেইজন্যে ওদের মধ্যে কেউ মদ রাখে তো সেখানে গিয়ে বসে। খায়-দায়, মদ খেয়ে ফুর্তি করে।

**প্রশ্নকর্তা :** মদ খায় দাদা, এর উপযোগ এইভাবেই হয়।

**দাদাশ্রী :** যদি এইরকম-ই হয় তাহলে আমাদের উচিং নয় এদেরকে নষ্ট করা। যদি আমরা কাউকে শুধুরাতে না পারি তো অন্ততঃ বিগড়ানো উচিং নয়। কি ভাবে ? অন্যের কাছ থকে কাপড় এনে ওদেরকে দেবে আর ওরা সেই কাপড় দিয়ে বাসন নেবে। এর বদলে কোন কাজে ওদেরকে লাগিয়ে দাও।

এইভাবে কাপড় দেওয়া, খাবার দেওয়া — এ মানব ধর্মনয়। আরে মূর্খ, দিতে হয় না। এদের কাজে কর্মে লাগাতে হয়।

**প্রশ্নকর্তা :** আপনি যা বলছেন সে কথা তো সবাই স্বীকার করবে আর ওদের তো শুধু দান করে পদ্ধুই বানানো হচ্ছে।

**দাদাশ্রী :** এইজন্যেই পঙ্কু হচ্ছে। এতসব দয়ালু লোক, কিন্তু এত দয়া করার প্রয়োজন নেই। ওকে একটা ঠেলাগড়ী দিয়ে দাও আর শাক-সঙ্গী দিয়ে দাও। একদিন বিক্রি করে আসবে, দুদিন বিক্রি করে আসবে, রোজগার চালু হয়ে যাবে। এরকম অনেক রাস্তা আছে।

## মানব ধর্মের চিহ্ন

**প্রশ্নকর্তা :** আমি আমার বন্ধুদের সাথে দাদার এই কথা আলোচনা করি তো তারা বলে যে আমরা মানবধর্ম পালন করি, তাই যথেষ্ট ; এই বলে এড়িয়ে যায়।

**দাদাশ্রী :** হ্যাঁ, কিন্তু মানবধর্ম পালন করলে তাকে তো আমি ভগবান বলি। খাবার খাওয়া, চা খাওয়া, স্নান করা এসব তো মানব ধর্ম বলে না।”

**প্রশ্নকর্তা :** না। মানবধর্ম মানে একে আপরকে সাহায্য করা, কারোর ভালো করা, অন্যের উপকার করা, এই সমষ্টিকেই লোকে মানবধর্ম বলে মনে করে।

**দাদাশ্রী :** সেটা মানবধর্ম নয়। বেচারা জানোয়ারৰাও নিজের পরিবারকে সাহায্য করার কথা বোঝে।

মানব ধর্ম অর্থাৎ প্রত্যেক প্রসঙ্গে এই বিচার আসে যে আমার এরকম হলে কি হবে ? এই বিচার প্রথমেই ঘার না আসে সে মানবধর্মে নেই। কেউ যদি আমাকে গালি দেয় তো আমিও তাকে পাল্টা গালি দেওয়ার আগে যদি একথা মনে হয়, “আমার যখন এতটা দুঃখ হচ্ছে তাহলে আমি যদি একে গালি দিই তো এর কতটা দুঃখ হবে।” এইরকম করে নিবৃত্ত হতে পারলে তবেই সমাপ্তি আসবে।

এই হল মানবধর্মের প্রথম চিহ্ন। এখান থেকে মানবধর্মের শুরু। মানবধর্মের বিগিনিং (সূত্রপাত) এখান থেকেই হওয়া উচিত। বিগিনিংই যদিনা থাকে তো সে মানবধর্ম বোঝেই নি।

**প্রশ্নকর্তা :** আমার দুঃখ হয় তাই অন্যেরও দুঃখ হয়, এই যে ভাব, এই ভাব যেমন যেমন ডেভলপ করে তেমনি এর পশ্চাতে মানুষের প্রতি মানুষের একাত্মবোধ সেটাও বেশী করে ডেভলপ করে তো ?

**দাদাত্রী :** সে তো হয়। সমগ্র মানবধর্মের উৎকর্ষ হয়।

**প্রশ্নকর্তা :** হ্যাঁ, এ সহজভাবে উৎকর্ষ হতে থাকে।

**দাদাত্রী :** সহজভাবে হয়।

## পাপ কমানো, সেটাই সত্যিকার মানব ধর্ম

মানবধর্ম দ্বারা তো অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়, তবে মানবধর্ম লেভেল-এ (সামাজিক্যপূর্ণ) হওয়া চাই। লোকে যা ব্যাখ্যা করে, তাকে মানবধর্ম বলে না। অনেক লোক আছে যাদের মোক্ষের প্রয়োজন নেই, কিন্তু মানবধর্ম তো সবারই দরকার আছে। মানবধর্ম পালন করলে অনেক পাপ কম হয়ে যায়।

## এ বোধপূর্বক হওয়া উচিত

**প্রশ্নকর্তা :** মানবধর্মে আমাদের অন্যের প্রতি যে অপেক্ষা থাকে কি সে-ও একইরকম আচরণ করবে, তো অনেক সময়ে তা অত্যাচার হয়ে

যায়।

**দাদাত্রী :** না, প্রত্যেকের মানবধর্মে থাকা উচিত। ওর আচরণ এরকমই হবে, তেমন কোন নিয়ম নেই। মানবধর্ম পালন তখনই হয়, যখন নিজে বুঝে তা পালন করতে শেখে।

**প্রশ্নকর্তা :** হ্যাঁ, নিজে বুঝে, কিন্তু এ তো অন্যকে বলে তুমি এরকম আচরণ করবে, এরকম করবে, সেরকম করবে।

**দাদাত্রী :** কার অধিকার আছে এরকম বলার ? গভর্ণর নাকি ? এরকম কেউ বলতে পারে না।

**প্রশ্নকর্তা :** হ্যাঁ, সেইজন্যেই অত্যাচার হয়ে যায়।

**দাদাত্রী :** অত্যাচারই তো বলে ! এরকম করলে তা পুরোপুরি অত্যাচার ! তুমি অন্যকে কর্তব্য করতে বাধ্য করতে পারনা। তুমি তাকে বোঝাতে পার যে তাই, এরকম করলে তা তোমার জন্য লাভদায়ক হবে, তুমি সুবী হবে। কর্তব্য করতে কাউকে বাধ্য তো করতেই পারনা।

### এইভাবে মনুষ্য জীবন উজ্জ্বল করো ....

একে কি মনুষ্যত্ব বলে ? সারাদিন খেয়ে দেয়ে ঘুরে বেড়ায়, দু-চারজনকে ধমক-ধামক দিয়ে আসে আর রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে। একে মনুষ্যত্ব কিভাবে বলা যায় ? এভাবে তো মনুষ্য জীবন লজ্জিত হয়। মনুষ্যত্ব তাকেই বলে যখন বিশ-পঁচিশজনকে, অস্ততৎপক্ষে পাঁচজনকেও শান্তি দিয়ে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফেরে। আর এ তো মনুষ্যজীবনকে লজ্জিত করেছে।

### স্কুল-কলেজে বই পৌঁছে দাও

নিজেকে কি মনে করে বসে আছো ? বলে, “আমরা মানুষ। আমাদের মানবধর্ম পালন করতে হবে।” আমি বলি, “হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পালন করবে। না বুঝে অনেকদিন পালন করেছো। এখন সঠিক বুঝে মানবধর্ম পালন করতে হবে।” মানবধর্ম তো অতি শ্রেষ্ঠ বস্ত।

**প্রশ্নকর্তা :** কিন্তু দাদাজী, লোকে তো মানবধর্মের পরিভাষাটি অন্যরকম দেয়। মানবধর্মকে একদম আলাদা ভাবেই বুবাছে।

**দাদাশ্রী :** হ্যাঁ, এর উপর তো কোন ভাল পুস্তক নেই। কত সন্ত পুরূষ তো এর উপরে অনেক কিছু লিখেছেন, কিন্তু লোকেরা তা সম্পূর্ণরূপে বুবাতে পারে না। এইজন্যে এরকম হওয়া উচিত যে সবকিছু যদি পুস্তকরূপে পড়ে আর বোঝে তখন মনে হবে আমরা যা কিছু মানি তা সমস্তই ভুল। এই মানবধর্মের পুস্তক রচনা করে তা স্কুলে এক বিশেষ বয়সের বাচ্চাদের (যারা বুবাতে পারবে) শেখানো উচিত। জাগৃতির প্রয়োজন আলাদা আর এই সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট (মানসিক প্রভাব) আলাদা। স্কুলে যদি এরকম শেখে তো তাহলে তার মনে পড়বেই। কারোর কিছু পড়ে যাওয়া জিনিষ খুঁজে পেলেই তার মনে হবে যে ভাই, আমার যদি পড়ে যেতো তো কি হতো ? এর জন্যে অন্যের কতটা দুঃখ হচ্ছে ? ব্যস, এটাই সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট। এতে জাগৃতির প্রয়োজন নেই। সেইজন্যে পুস্তক ছাপিয়ে সেই বই সমস্ত স্কুল-কলেজে বিশেষ বয়সের বিদ্যার্থীদের দেওয়া উচিত।

আর মানব ধর্ম পালন করলে (আলাদা করে) পুণ্য করার প্রয়োজন নেই। এতে তো পুণ্যই হয়। মানবধর্মের তো পুস্তক লেখা উচিত যে মানবধর্ম মানে কি ? এরকম পুস্তক লেখা উচিত যা ভবিষ্যতেও লোকেরা পড়তে পারে।

**প্রশ্নকর্তা :** এই ভাই খবরের কাগজে লেখা ছাপছে তো ?

**দাদাশ্রী :** না, এতো চলবে না। এই লেখা কাগজ তো রদ্দীতে চলে যাবে। এই কারণে বই ছাপানো উচিত। যদি ওই বই কারোর কাছে থাকে তো তা আবার ছাপানোর জন্যে কাউকে পাওয়া যাবে। সেইজন্যে আমি বলছি যে কয়েক হাজার বই আর সমস্ত আপ্ত বাণী ছাপিয়ে বিলি করতে থাকো। এক-আধটা বই-ও যদি থেকে যায় তা পরে লোকদের কাজে লাগবে। নয়তো বাকী সব তো রদ্দীতে চলে যাবে। এই যে সব

লেখে এর মধ্যে সোনার মত (দাগী) লেখাও পরদিন রান্দীওয়ালাকে বিক্রি করে দেয় আমাদের দেশের লোকজন ! মধ্যে ভাল লেখা থাকলেও তা ছিঁড়ে রাখবে না, তাহলে ওজন কম হয়ে যাবে না ? সেইজন্য এই মানবধর্মের ওপর যদি বই লেখা যায়...

**প্রশ্নকর্তা :** মানব ধর্মের ওপর তো দাদার অনেক বাণী আছে ?

**দাদাশ্রী :** অনেক, অনেক, প্রচুর বেরিয়েছে। আমি নীরুবেনকে প্রকাশ করতে বলবো। নীরুবেনকে বলো না এই বাণী পৃথক করে পুষ্টকরূপে প্রকাশ করতে।

এই মানবতা মোক্ষ নয়। মানবতায় আসার পরে মোক্ষ – এর প্রস্তুতি শুরু হয়। নয়তো মোক্ষ লাভ কোন সহজ কথা নয়।

— জয় সচিদানন্দ।

# দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত হিন্দী পুস্তকসমূহ

- |     |                                     |     |  |
|-----|-------------------------------------|-----|--|
| ১.  | জ্ঞানী পুরুষ কি পছেচান              | ২৪. | অহিংসা                                   |
| ২.  | সর্ব দুঃখোঁ সে মুক্তি               | ২৫. | প্রতিক্রিয়া (সংক্ষিপ্ত)                 |
| ৩.  | কর্ম কে সিদ্ধান্ত                   | ২৭. | কর্ম কা বিজ্ঞান                          |
| ৪.  | আত্মবোধ                             | ২৮. | চমৎকার                                   |
| ৫.  | অন্তঃকরণ কা স্বরূপ                  | ২৯. | বাণী, ব্যবহার মেঁ . . .                  |
| ৬.  | জগৎকর্তা কোন ?                      | ৩০. | প্যারসোঁ কা ব্যবহার (সংক্ষিপ্ত)          |
| ৭.  | ভুগতে উসী কি ভুল                    | ৩১. | পতি-পত্নী কা দিব্য ব্যবহার<br>(সং)       |
| ৮.  | অ্যাডজাস্ট্ এভিনিউয়ার              | ৩২. | মাতা-পিতা ওর বচ্চেঁ কা<br>ব্যবহার (সং)   |
| ৯.  | টকরাও টালিয়ে                       | ৩৩. | সমবাসে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (সং)           |
| ১০. | হয়া সো ন্যায়                      | ৩৪. | নিজদোষ দর্শন সে . . . নির্দোষ            |
| ১১. | চিন্তা                              | ৩৫. | ক্লেশ রহিত জীবন                          |
| ১২. | ক্রোধ                               | ৩৬. | গুরু-শিষ্য                               |
| ১৩. | মায়িয় কোন ছি ?                    | ৩৭. | আপ্তবাণী - ১                             |
| ১৪. | বর্তমান তীর্থকর শ্রী সীমঙ্গল স্বামী | ৩৮. | আপ্তবাণী - ২                             |
| ১৫. | মানব ধর্ম                           | ৩৯. | আপ্তবাণী - ৩                             |
| ১৬. | সেবা-পরোপকার                        | ৪০. | আপ্তবাণী - ৪                             |
| ১৭. | ত্রিমন্ত্র                          | ৪১. | আপ্তবাণী - ৫                             |
| ১৮. | ভাবনা সে সুধরে জন্মোজন্ম            | ৪২. | আপ্তবাণী - ৬                             |
| ১৯. | দান                                 | ৪৩. | আপ্তবাণী - ৭                             |
| ২০. | মৃত্যু সময়, পহেলে ওর পশ্চাত        | ৪৪. | আপ্তবাণী - ৮                             |
| ২১. | দাদা ভগবান কোন ?                    | ৪৫. | সমবাসে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য<br>(উত্তরার্থ) |
| ২২. | সত্য-অসত্য কে রহস্য                 |     |  |
| ২৩. | প্রেম                               |     |  |

\* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাতী ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত পুস্তক ওয়েবসাইট [www.dadabhagwan.org](http://www.dadabhagwan.org) - তেও উপলব্ধ।

\* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা “দাদাবাণী” পত্রিকা হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সন্তুল, সীমঙ্গল সিটী, আহমেদাবাদ - কালোল হাইওয়ে,

পোস্ট : অডালজ, জিলা : গান্ধীনগর, গুজরাত - ૩૮૨૪૨૧

ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০ ১০০,

E-mail : [info@dadabhagwan.org](mailto:info@dadabhagwan.org)

## জীবনে মানবধর্ম গ্রহণ করুন !

মানবধর্ম অথাৎ প্রত্যেক প্রসঙ্গে মনে আসে যে আমার যদি এরকম হয় তো কি হবে ? যদি আমাকে কেউ কটু-কাটব্য করে আর সেই সময় যদি আমিও তাকে কটু কথা বলি , তার আগে আমার মনে এরকম ভাবনা আসা উচিত যে , 'আমার যদি এত দুঃখ হয়েছে তো আমি কটু কথা বললে ওর কতটা দুঃখ হবে ! এইরকম চিন্তা করে যদি আপোষে মীমাংসা করে নেওয়া যায় তো সমাধান আসে । এটাই মানবধর্মের প্রথম চিহ্ন । এখান থেকেই মানবধর্ম শুরু হয় ।

সেই জন্য এই পৃষ্ঠক মুদ্রিত করে সমস্ত স্কুল-কলেজে পড়ানো উচিত । সমস্ত কথা যখন পৃষ্ঠক রাখে পড়ে আর বুঝতে পারবে তখন ওদের মনে হবে যে আমরা যা কিছু মনে নিয়েছি তা ভুল ! এখন সত্য বুঝে নিয়ে মানবধর্ম পালন করতে হবে । মানবধর্ম তো খুবই উত্তম বস্তু ।

--দাদাশ্রী

